ফেডারেশন বার্তা

'নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন'-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of 'All India Federation of Bengali Buddhists')

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫৩ ○ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ○ Website : www.aifbb.org ○ মে : ২০২৫/২৫৬৯—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

সকালে ঘুম থেকে উঠে গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজে চোখ বোলানোর অভ্যেসটা বোধহয় এখন অনেকেরই আর নেই। সেই জায়গা এখন নিয়ে নিয়েছে টেলিভিশনের 'সংবাদ' অংশটি। তার কারন ইদানিং সংবাদপত্রের মধ্যে তেমন কোনো আকর্ষণ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সংবাদের পাতায় চোখ পরলেই মনটা কেমন যেন মুষড়ে পড়ে। মন চাঙ্গা করা কোনো পজিটিভ সংবাদের দেখা মেলে না। হেডলাইন নিউজ বলতে দেখি শুধু দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলির আকচা আকচির সংবাদ নয়তো প্রতিবেশী দেশ গুলোর বিশেষ কোনো প্রতিবেদন, কিম্বা দেশীয় অভ্যন্তরীন কোনো সামাজিক অবক্ষয়ের কথা। এইসব কথা এমন ভাবে প্রচার করা হয় যেন আমরা, সংবাদপত্র পাঠকেরা, সব স্কুল-কলেজের ছাত্র আর সংবাদ প্রতিবেদনকারীরা যেন আমাদের শিক্ষক স্বরূপ। মূল সংবাদের সাথে সাথে তার ভাবসম্প্রসারনও পরিবেশন করা হয়।

অতীতে সংবাদপত্রের মুখ্য ভূমিকাটা ছিল সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা। খুব বেশী দিন নয়, মাত্র অর্ধ শতক বৎসর আগেও আমাদের ধারনা ছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার অর্থই হোলো সেই সংবাদের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা। ক্রমে সংবাদপত্র গুলি তাদের সেই বিশুদ্ধতার স্থান হারিয়ে ফেলেছে। এখনতো একেকটি সংবাদপত্র একেকটি রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিভু মনে করা হয়। যেমন 'আনন্দবাজার গোষ্ঠী', 'বর্তমান গোষ্ঠী', 'আজকাল গোষ্ঠী', 'এইসময় গোষ্ঠী' ইত্যাদী, যার প্রত্যেকেই একটি বিশেষ মতবাদের ধারক মাত্র। এই ঘটনা এখন সর্বজন স্বীকৃত। এখন সংবাদপত্রের মুখ্য কাজ হচ্ছে পাঠকদের মত প্রভাবিত করা আর সেই সাথে পত্রিকার বিক্রী বাড়ানো। এই কাজ করতে গিয়ে তারা ভালো ভালো লেখককে, যাঁদের কলমের ধার আছে এবং যাঁরা সাহিত্য চর্চা করছে, তাঁদের ধরে নিয়ে এসে চাকরী দিচ্ছেন। সেই সব কবি সাহিত্যিকরা কোনো একটা নিউজ আইটেম নিয়ে একটা কাহিনী বানিয়ে ফেলছেন এবং সেটাই সংবাদ হিসেবে পরিবেশিত হচ্ছে। এখনতো এমনো দেখা যাচ্ছে শোনা কথার উপর ভর করে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে এবং ব্র্যাকেটে লেখা হচ্ছে যে সংবাদের সত্যতা তারা যাচাই করেনি। তার অর্থ অ-যাচাই করা সংবাদ তারা পরিবেশন করছে। কেন? না সেই সংবাদের বাজার মূল্য বেশী হবার সম্ভাবনা। এটা কি পাঠকদের প্রবঞ্চনা করা নয়?

সংবাদপত্রের এই পথ পরিবর্তন বহুদিন থেকেই ধীরে ধীরে ঘটে আসছে। আনুমানিক প্রায় পাঁচ দশক আগে ছোট্টো একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আমার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনার সম্পূর্ন বিপরীত একটি প্রতিবেদন পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'তে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

বাবাসাহেব ড. বি. আর আম্বেদকরের ১৩৪ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ১৪ই এপ্রিল ২০২৫ সকালে কলকাতা ময়দানস্থ বাবাসাহেবের মর্মরমূর্তিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যতম সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া মহাশয়। এই স্থানে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের কাছে বর্তমান সময়ে বাবাসাহেবের অবদানের প্রাসঙ্গিকতা এবং বুদ্ধগয়া মহাবোধি মহাবিহারের পরিচালনার দ্বায়িত্ব বৌদ্ধদের হাতে সমর্পণ বিষয়ে ফেডারেশনের কর্মকর্তারা বক্তব্য পেশ করেন।

এই উপলক্ষ্যে বিগত ১৯শে এপ্রিল ২০২৫ সন্ধ্যায় মধ্যকলকাতাস্থ 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এর সভাকক্ষে আয়োজিত সভায় পৌরহিত্য করেন ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। এবারের 'আম্বেদকর স্মারক বক্তৃতা'র বক্তা ছিলেন 'বির্শদন শিক্ষা কেন্দ্র'এর আবাসিক ভিক্ষু, শ্রীমৎ প্রজ্ঞারক্ষিত ভিক্ষু, বিষয় ছিল "Ambedkar's View on Buddhas Teachings-জীবনের নানাবিধ বঞ্চনা এবং পরবর্তী সময়ে বুদ্ধের শিক্ষার আলোয় নবরূপে জীবন চারণে বাবাসাহেবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আলোচনায় বিস্তারিতভাবে পরিবেশিত হয়। বক্তব্যটি উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। উক্তদিনের পরবর্তী পর্বে "মঘ সম্মেলন"-এ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের সমস্যা-সম্ভাবনা এবং প্রতিকার এর বিষয়গুলি ব্যক্ত করেন। এই পর্বে মুখ্য বক্তা ছিলেন সংগঠনের বরিষ্ঠ সদস্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট ডাইরেক্টর শ্রী সুজয় চৌধুরী মহাশয়। তিনি বর্তমান সময়ে মঘ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সাংবিধানিক অধিকার এবং শংসাপত্র সম্পর্কিত নানাবিধ প্রশ্নসমূহের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন। এই বক্তব্যর বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল—শংসাপত্র প্রাপ্তি এবং সম্পর্কিত আইনি অধিকার ও প্রয়োগের গুরুত্ব। উপস্থিত সকলে এই বক্তব্যর মাধ্যমে প্রভূত উপকার পেয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রতিনিধিরা নিজ এলাকায় বিষয়গুলো সম্পর্কে পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

সম্পাদক—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—শ্রী নবারুণ বড়ুয়া,
সদস্যবৃন্দ—শ্রীমতী রীতা বড়ুয়া, শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া,
শ্রীমতী সঙ্গীতা বড়ুয়া।
প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া
(সাধারণ সম্পাদক, 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস')

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

এর আগে আমার ধারনাই ছিলনা যে সংবাদপত্র কখনো অসত্য ভাষন করতে পারে। বুঝতে পারলাম সংবাদপত্রের স্বর্গলোক হইতে পতনের ইহাই সূত্রপাত। এখনতো বহু গৃহস্থ বাড়িতে সংবাদপত্র প্রবেশই করেনা, যদিবা বহুদিনের অভ্যাস বশতঃ সেইসব বাড়িতে সংবাদপত্রের প্রবেশ নিয়ম মোতাবেক ঘটে থাকে, কিন্তু সেই সংবাদপত্রের পাতা উল্টিয়ে দেখবার সময় পর্যন্ত সেইসব বাড়ির কারো হয়না।

বর্তমানে সংবাদপত্রের এই ছেড়ে আসা জায়গা অনেকটাই দখল করে নিয়েছে দূরদর্শন। দূরদর্শন শুধু যে সংবাদ পরিবেশন করে তাই নয়, এর সাথে তাদের অনেক মনোরঞ্জক প্রতিবেদনও আছে। সেই সমস্ত ছাড়িয়ে সংবাদের জগতে ডুব দেওয়ার মতো মানুষ কমই আছে। তবুও আমরা দেখি কিছু কিছু মানুষ দূরর্দশনের সংবাদ বিভাগে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করছে। তার মধ্যে বেশ কিছু জন 'এ.বি.পি. আনন্দ'-এর সংবাদ দেখছে আবার বেশ কিছু মানুষ আছে যারা 'এ.বি.পি. আনন্দ' দেখেওনা, তারা হয়ত 'কলকাতা টি.ভি.'-র সংবাদ দেখে অথবা অন্য কোনো নিউজ চ্যানেলের সংবাদ দেখে। কারন সেইসব নিউজ চ্যনেলের সংবাদ তাদের মনপসন্দ। এইভাবেই একটি পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতাকে এইসমস্ত নিউজ চ্যানেল গুলো লালন করছে। ভুগছে সমাজ, ভুগছে জাতি।

এই ভাবে একটি সত্যনিষ্ঠ সংবাদ মানুষ জানতে পারছেনা। এর থেকে বেরুনোর উপায় কি কিছু নেই? আছে বৈকি। 'বুদ্ধ' বলেছেন কোনো কথা শ্রবন করিলেই তা মনের কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখে নিতে হবে। যদি তা গ্রহনীয় মনে হয় তবে তাকে গ্রহন করতে হবে।

সকলের কথা শোনার কোনো প্রয়োজন নেই। আর এমনটা ভেবে নেওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই যে বক্তা শ্রোতার চেয়ে বেশি জানে। দু চারটে বাক্য শুনলেই বক্তার জ্ঞানের গভীরতা সহজেই অনুমান করা যায়। যদি মনে হয় বক্তার জ্ঞানের বহর সত্যিই কিছুটা বেশী তবে সেটা শোনা প্রয়োজন আর যদি তা না হয় তবে তা এড়িয়ে যাওয়াই সমীচিন।

এখন হাতের কাছে মোবাইল এসে যাওয়ায় যেকোনো রকম সংবাদ গুগুল-ই সরবরাহ করছে। তাই সংবাদপত্রের ভুমিকা বর্তমানে আর তেমন নেই। তবে সম্পাদকীয় আর্টিকেল বা পত্রিকার অন্যন্য বিশেষ লেখাগুলো পরার প্রয়োজন আছে বইকি! কারন লেখা বা বিশ্লেষন, যাই বলি না কেন, সেটা বের হয় একজন প্রকৃত জ্ঞানী লোকের কলম থেকে।

সম্প্রতি আর.জি.কর.-এর ঘটে যাওয়া ঘটনার কথাই ধরা যাক। অভিশপ্ত দিনটিতে আর.জি.কর.-এ যে কি ঘটেছিল সেটা আমাদের কারোরই নিজের চোখে দেখা নয়, সবটাই শোনা কথা। সাংবাদিকরা ঘটনাটা এমন ভাবে পরিবেশন করল যে আমাদের মনে তার তীব্রতাটা বহু গুনে বাজলো। আমাদের যে যেরকম ভাবে সংবাদটা শুনেছে তার থেকেই উত্তেজনায় ফুটছে। এখন পুলিশের কাজ হচ্ছে ঘটনার অনুসন্ধান করা। আদালতের কাজ হচ্ছে বিচার করা। কিন্তু আমরা দেখছি যে সবাই শোনা কথায় আবেগে ভাসছে, পুলিশকে তদন্তের জন্য সময় দিতে চাইছেনা। তাদের হাত থেকে তদন্তভার অন্য আরেক সংস্থা সি.বি.আই-এর উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে। অবশেষে বিচারক যে রায় দিচ্ছে তাতেও সন্তুষ্ট হচ্ছেনা। অর্থাৎ মনের কোনায় যে ধারনা প্রাথমিক ভাবে রোপন করা হয়েছে সেটাই ডালপালা মেলে বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সত্যটা জানতে হবে। সেইটাই জ্ঞান। সেটা কেমন ভাবে হবে সেটা নিজের নিজের ব্যাপার। আদৌ সত্যে উপনীত হতে পারলেন কিনা সেটাও বুঝে নিতে হবে নিজেকেই। আমরা বলবো শুধু সজাগ থাকতে, নিজের মতটা চাপিয়ে দিতে নয়।

অথবা কুম্ভমেলায় পদ পৃষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনাটা। মানুষ কুম্ভমেলায় গিয়েছিল স্নান করে পুন্য অর্জন করতে, কিন্তু ফিরে এলো পদপৃষ্ট হয়ে মৃতদেহ হিসেবে। বলা হচ্ছে মৃত দেহের সংখ্যা ৩০ কিন্তু কোনো কোনো সূত্র বলছে সংখ্যাটা একশত বা ততোধিক হতে পারে। আমরা জানিনা। আমরা যারা সত্যটা জানতে চাই তাদের জানার কোনো উপায় নেই। প্রশাসন যেটা বলছে ধরে নিতে হবে সেটাই সত্য, যা জানাতে চাইছে সেটাই ঠিক। তাহলে কি করবো? 'আত্মদীপো ভব'। নিজেই নিজের দীপ হয়ে জ্বলে ওঠো। নিজেই নিজের পথ খুঁজে নাও। সংবাদপত্র যেটা বলছে তা অভ্রান্ত নয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী যা বলছে অথবা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যা বলছে, তার কোনো কথাই ধ্রুব নয়, দেশের তাবড় বুদ্ধিজীবী যা বলছে তাও অভ্রান্ত নয়। শুধু সেইটাই ধ্রুব যা তোমার নিজের বিচারবোধ বলছে।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ১০ই এপ্রিল ২০২৫ মধ্য কলকাতাস্থ "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র"-এর ৪০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস তথা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের ১০৬তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিনে মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান, স্মৃতি সভা এবং সংঘদান সভা আয়োজিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির মহোদয়। এই সভায় ১১ জন ভিক্ষু, ১২ জন নব প্রব্রজ্যিত শ্রমণ সহ প্রায় ৪০ জন উপাসক/উপাসিকা অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়ের উপাধ্যায়ত্বে এবছর ১২ জন কুলপুত্র প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন ৯ই এপ্রিল সায়াহ্নে। নবপ্রব্রজিত শ্রমণদের অভিবাদন জানানো হয় 'বোধিপল্লব' সংস্থার শিল্পীদের বুদ্ধকীর্তন পরিবেশনার মাধ্যমে। স্মৃতি সভায় প্রাজ্ঞ ভিক্ষুগণ এবং মহাস্থবিরের অনুরাগীরা 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র'এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিগত বছর সমূহে ধারাবাহিকভাবে মানব কল্যাণকারী কার্যক্রমের বিষয়ে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্র তথা মহাস্থবিরের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। নবপ্রব্রজিত শ্রমণেরা ৯-১৩ ই এপ্রিল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধ নীতি-শিক্ষা-সূত্রপাঠ এবং ধ্যানানুশীলনের মাধ্যমে আত্মদর্শনে প্রশিক্ষিত হয়। অন্তিম দিনে অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল আয়োজিত হয় সারাদিনব্যাপী 'আনাপান স্মৃতি" ভাবনা। শিবিরে ৪০ জন ধ্যানার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আধ্যাত্মিকতা এবং বৈদগ্ধ্যর মেল বন্ধনে বুদ্ধচর্চার আদর্শ কেন্দ্ররূপে "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র" এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার এই প্রকাশনা তহবিলে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/C Name :
All India Federation of Bengali Buddhists
A/c No. : 1209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India
Branch Name : Entally
UPI ID : 11681484@cbin

ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়ের জীবনাবসান

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত্রি ১১.৩০টায় ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ৮৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পরিসমাপ্তি হলো একটি যুগের। ইতিহাস হয়ে রইল একটি জীবন। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস তথা তাঁর সহযোগী সংগঠন সমূহ হারালো তাঁদের প্রধান অভিভাবককে। আর পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের বাংলাভাষী বৌদ্ধরা হারালো বহু সংগ্রামী নেতৃত্বের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, প্রবীণ সমাজ সংস্কারককে।

১৯৩৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানা অন্তর্গত ছতরপিটুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ব্রহ্মাণ্ড বাবু। তাঁর পিতা অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া এবং মাতা শ্রীমতী শৈলবালা বড়ুয়া। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া ছিলেন কানুনগো পাড়া স্যার আশুতোষ কলেজের পালি বিভাগের অধ্যাপক এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি। ছয় বোন এবং তিন ভাইয়ের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড বাবু ছিলেন পিতা-মাতার সপ্তম সন্তান। স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করে তিনি 'কানুগো পাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ' থেকে পালিতে স্নাতক হন এবং পরবর্তীতে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে স্নাতকোত্তর, বি.লিব এবং পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ব্রহ্মাণ্ড বাবুর পেশাদারী জীবন শুরু হয় কলকাতায় স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে। পরবর্তীতে তিনি অধ্যাপনায় যুক্ত হন মিজোরাম রাজ্যের আইজল শহরের 'পি.এম. গভর্মেন্ট কলেজ'-এ। দীর্ঘ বারো বছর শিক্ষকতার পরে তিনি মিজোরাম সরকারের শিক্ষা উপঅধিকর্তার দায়িত্বভার নেন। ১৯৭৫ সালে কলকাতার কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা "রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন"-এর আধিকারিক রূপে যুক্ত হন এবং ১৯৯৩ সালে সেখান থেকে অবসরগ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনের শেষ দশ বছর তিনি সংস্থার ডাইরেক্টরের পদে আসীন ছিলেন।

১৯৫৯ সালে তিনি অঞ্জলি দেবীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে যুক্ত হন এবং তাদের এক কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যে, পরিণত বয়সে কলেজে অধ্যায়ন কালে তাঁর কন্যাসন্তান পরলোগমন করে এবং এই আকস্মিক মানসিক আঘাতে জর্জরিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড বাবুর স্ত্রীও অকালে প্রয়াত হন।

ড ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়াকে লাইব্রেরী সায়েন্সের জগতে একজন অগ্রগণ্য সংস্কারক হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন এবং গ্রামীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর মৌলিক অবদান গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে তিনি দেশে-বিদেশের বিভিন্ন সেমিনার—কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর উদ্দেশ্যে দেশী বিদেশী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা "Public Libraries in Developing Countries Status and Trends (Ed : P. K. Mahapatra & V. K. Thomas)" সম্মাননা গ্রন্থ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত করেন।

ড. বড়ুয়ার প্রশাসনিক দক্ষতা সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও প্রভূত রেখাপাত করে। অবসর উত্তীর্ণ জীবনে তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর প্রধান কর্ণধার রূপে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে ভদন্ত ধর্মবিরিয়ো মহাথের, শ্রী প্রমথেশ বড়ুয়া, শ্রী রথীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া (দিল্লী), ক্যাপ্টেন ক্ষিতিশ রঞ্জন বড়ুয়া প্রমুখের সঙ্গে যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি পঃ বঃ বৌদ্ধদের জন্য সাংবিধানিক অধিকারের ভিত্তিতে সংরক্ষণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই বরণীয় ব্যক্তিদের দীর্ঘ এক দশক যাবৎ আইনি সংগ্রামের ফলশ্রুতি স্বরূপ আজ সমাজে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, সরকারি প্রশাসক, আইনজ্ঞর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যতীত তিনি মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার ট্রাস্টি, পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র এবং তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান ও সভাপতি ছিলেন। ২০২২-২০২৩ সালে তিনি এই সকল সংস্থার দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি নেন। বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষিতে তিনি লাবণী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাপতি এবং লাবনী মেডিকেল এইড সেন্টারের কার্যকারী সভাপতির দায়িত্বে দীর্ঘ দিন আসীন ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আম্বেদকর পুরস্কার, বুদ্ধগয়াস্থ International Meditation Centre দ্বারা সংবর্ধিত এবং ৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজ তাঁর মনীষার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তার রচিত / সম্পাদিত ছয়টি পুস্তক এবং দুটি জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখনীতে পনেরটি মৌলিক রচনা দেশ-বিদেশের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত "বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম", গ্রন্থটি বাংলায় বুদ্ধচর্চার ধারাবাহিকতায় এক আকর গ্রন্থরূপে স্বীকৃত।

তাঁর জন্মদিনকে স্মরণ করে ফেডারেশন 'গুরু প্রণাম' অনুষ্ঠান প্রতি বছর সংগঠিত করছে।

ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়ার প্রয়ানে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তাঁর অপরিসীম অবদান সমাজের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই মহাপ্রাণের প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

ভবদীয়

সদস্যবৃন্দ

অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস

ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়ার স্মৃতিতে সংঘদান ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

বিগত ৩০শে মার্চ ২০২৫ 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-এর আয়োজনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রয়াত ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উক্ত দিনের সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের আবাসিক শিশুদের সূত্র আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। অতঃপর ভিক্ষু সংঘ ড. বড়ুয়ার নানাবিধ কর্মকুশলতা এবং ধম্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উল্লেখ করে স্মৃতিচারণ করেন। সংঘদান সভায় পৌরহিত্য করেন বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। স্মৃতিচারণ পর্বে ড. সুমনপাল ভিক্ষু প্রয়াত ব্রহ্মাণ্ড বাবুর পরিবারিক পরিচিতি তথা 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন' নির্মাণে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করেন। ১৪-জন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে সংঘদান উৎসর্গ করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে স্মরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ' বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা (ড.) ঐশ্বর্য বিশ্বাস, এশিয়াটিক সোসাইটির পূর্বতন রিসার্চ অফিসার ড. বন্দনা মুখার্জী, ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ, ফেডারেশনের সহ-সভাপতি শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া প্রমুখ। ফেডারেশনের বরিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক বিশিষ্ট সমাজ দেবী শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া এবং অপর শুভানুধ্যায়ী শ্রী পুলক বড়ুয়া যথাক্রমে দিল্লী এবং আমেরিকা থেকে অনলাইনে স্মৃতি চারণ করেন। বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে ড. বড়ুয়ার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পান্ডিত্য তথা প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ব্যক্ত করেন যে দীর্ঘ তিরিশ বৎসর যাবৎ

নিরবিচ্ছিন্নভাবে ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় ফেডারেশনের প্রধান অভিভাবকের দায়িত্ব পালন ব্যতীত পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের সভাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমর্পণ করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় ফেডারেশনের দ্বারা প্রকাশিত "বাংলায় বৌদ্ধধর্ম" এবং 'Directory of Theravada Buddhist Temples in Eastern India" পুস্তকগুলি বুদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্মরণসভা উপলক্ষ্যে "স্মরণে মননে আমাদের অভিভাবক ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া" শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। সভার শেষ পর্বে ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া উপস্থিত সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাবাসাহেব ড. বি. আর আম্বেদকরের তিরোধান দিবস স্মরণ এবং 'গুরু প্রণাম' অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের ৬৯তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে ৬ই ডিসেম্বর ২০২৪ 'ফেডারেশন'-এর পক্ষ থেকে শান্তিনিকেতন বল্লভপুর ডাঙ্গায় অবস্থিত 'শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশন'-এর ক্যাম্পাসে বাবাসাহেবের মর্মরমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া এবং শ্রী নবারুণ বড়ুয়া।

এই উপলক্ষ্যে বিগত ৭ই ডিসেম্বর ২০২৪ অপরাহ্নে 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এর সভাকক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত সভায় বাবাসাহেবের জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান সকল বিশিষ্টজনরা আলোচনা করেন। পরবর্তীতে বিগত বছরগুলির ন্যায় ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়ার জন্মদিবসকে স্মরণ করে "গুরু প্রণাম" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনের বরিষ্ঠ সদস্যদের যথাক্রমে শ্রী আশিস বড়ুয়া (পটারি রোড), শ্রী আশিস বড়ুয়া (গড়িয়া) এবং শ্রী দীপক কুমার চৌধুরী মহাশয়দের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যরা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে বরিষ্ঠ সদস্যদের ধারাবাহিক অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সম্মাননার প্রত্যুত্তরে বরিষ্ঠ সদস্যগণ ফেডারেশনের দীর্ঘ ৫০ বৎসরের পরিক্রমায় নানাবিধ উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেন। এ ব্যতীত বর্তমান সময়ে ফেডারেশন যেসকল জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে চলেছে তার ভূয়সী প্রশংসা এবং এই প্রত্যাশা পোষণ করেন যে, আগামীতে সমাজ সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং পরম্পরায়কে অবলম্বন করে ফেডারেশনের নবীন প্রজন্ম মানবকল্যাণে উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সবিনয় নিবেদন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারি রোড, কলকাতা-১৫) "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভবনটির একাংশ ত্রিতল এবং অপরাংশ চতুর্থতল বিশিষ্ট। দূরাগত যাত্রীবৃন্দ যাঁরা চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা, পরীক্ষার্থী অথবা ভ্রমণযাত্রী তাঁদের স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য এই ভবনে বর্তমানে নয়টি ঘর ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে আগ্রহ ব্যক্তিবর্গ এই ভবনে অবস্থানের জন্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ;
পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড)
কলকাতা-৭০০০১৫
দূরভাষ ঃ ৮৯১৮৬৭২২৪৭ / ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ই-মেল ঃ panditdharmadharwelfaresociety@gmail.com

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী** : হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।

২। **পাত্রী** : সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।

৩। **পাত্রী** : বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।

৪। **পাত্রী** : শ্যামনগর নিবাসী, স্নাতক, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 9748053414।

৫। **পাত্রী** : B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।

৬। **পাত্রী** : কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৬, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।

৭। **পাত্রী** : বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত, বর্তমানে US নাগরিক। USA-তে শিক্ষিতা এবং কর্মরতা Software Engineer, বয়স-২৮। USA-তে বসবাসকারী বা বসবাসে ইচ্ছুক ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা সমতুল্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগে ই-মেইল evns5223@gmail.com

৮। **পাত্রী** : রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩২, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9830504664।

৯। **পাত্রী** : দিল্লী নিবাসী, MBA, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", বর্তমানে দেরাদুনে কর্মরতা, Asst. Professor, দূরভাষ : 9871291030, 9958659166, ই-মেইল-pbarua16@gmail.com

১০। **পাত্রী** : বেলঘরিয়া নিবাসী, B.A. (C.U.) বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা, বয়স-২৭, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 8240615036 / 9681748473.

১১। **পাত্রী** : গড়িয়া নিবাসী, MBBS-MD পাঠরত, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 7980895909.

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র** : গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।

২। **পাত্র** : কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।

৩। **পাত্র** : দিল্লী নিবাসী, ITI পাশ, বেসরকারি-সংস্থায় কর্মরত, বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'২", দূরভাষ : 7982933124 / 9013287256।

৪। **পাত্র** : শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।

৫। **পাত্র** : ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।

৬। **পাত্র** : বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০" , উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।

৭। **পাত্র** : দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৪" , দূরভাষ : 8910630912।

৮। **পাত্র** : চেন্নাই নিবাসী, MA, স্কুলে নৃত্য শিক্ষক, বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৮", বাড়ি-কালনা (পূর্ব বর্ধমান), দূরভাষ- 94749 18883।

৯। **পাত্র** : জামসেদপুর নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৮" , দূরভাষ : 7783079238।

১০। **পাত্র** : চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ তথা কানাডার স্থায়ী নাগরিক, Economics Masters & MBA, Financial Co. চাকুরীরত, সুশ্রী লম্বা ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য, বয়স-৩০, দূরভাষ : 8420236669, E-mail : bbarua25@gmail.com।

১১। **পাত্র** : ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত SBI অফিসার, বয়স-৩৭, উচ্চতা-৬'১" , দূরভাষ : 8789954206।

১২। **পাত্র** : কানাডার নাগরিক, PG (Global Magmt–Canada) MBA (India), চাকুরীরত, বয়স-৪১, উচ্চতা-৫'১১" , দূরভাষ : 9871291030, 9958659166।

১৩। **পাত্র** : আলিপুরদুয়ার নিবাসী, বি.এ. পাশ; বয়স-৩৪, বর্তমানে কলকাতায় বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, উচ্চতা-৫'৬", দূরভাষ : 9832342598।

১৪। **পাত্র** : জামসেদপুর নিবাসী ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, Software Engg. (B.Tech.–CSE), বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'৯" , দূরভাষ : 9334441506।

১৫। **পাত্র** : নাগপুর নিবাসী মুম্বাইতে কর্মরত, B.E. (Mechanical Engg.), বয়স-৩২, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 9881512389/7219079409।

পরিক্রমণ : রাজগীর ও নালন্দা

—সাধনা বড়ুয়া

বহু বৌদ্ধ মানুষ প্রত্যেক বছর কঠিন চীবর দানকে কেন্দ্র করে বুদ্ধগয়াতে আসেন। তাদের বিশ্বাস কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে বুদ্ধগয়ার 'কঠিন-চীবর-দান'-এ অংশগ্রহণ করতে পারলে পুণ্যলাভ হয়। ২০২৪ সালের 'কঠিন-চীবর-দান'-এও বহুমানুষ বুদ্ধগয়াতে এসেছিলেন। তার মধ্যে বেশ কিছু মানুষ ছিলেন যারা 'অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর সদস্য। ১৪ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র'-এর আয়োজনে কঠিন চীবর দান। পরদিন ১৫ই নভেম্বর ছিল— 'অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর আয়োজনে 'মহাবোধি বিহার'-এর বোধিবৃক্ষ প্রাঙ্গণে এক অভিনব সান্ধ্যকালীন সংঘদান। অভিনব এই কারণে, মহামতি অশোক ৮৪,০০০ স্তুপ নির্মাণ করিয়েছিলেন— ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে। স্তুপ দু'রকমের হয়। রেলিক্ অর্থাৎ চিহ্নবাহী স্তুপ, ভোটিভ্ অর্থাৎ শ্রদ্ধা জ্ঞাপক স্তুপ। চিহ্নবাহী স্তুপে বিখ্যাত কারও শরীরের কোন অংশ সমাধির মতো থাকে। আর শ্রদ্ধাজ্ঞাপক স্তুপে বিখ্যাত মানুষের জন্য শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই ৮৪,০০০- স্তুপের উদ্দেশ্যেই সান্ধ্যকালীন সংঘদানের আয়োজন এক অভিনব ভাবনাতো বটেই। সংঘদানে অংশগ্রহণকারী ভিক্ষুগণ এই অভিনব ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। পরদিন ১৬ই নভেম্বর ২০২৪, 'অল্ ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর আয়োজনে যাওয়া হয়েছিল রাজগীর ও নালন্দা। সকালবেলায় সদস্যরা ব্রেকফাস্ট্ সেরে ট্রাভেলার গাড়িটিতে উঠে বসেন। রাজগীর যাবার পথে যে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা সেটি চমৎকার দেখতে লাগছিল। সদস্যরা এই রাস্তা ধরে যাবার সময়টাকে দারুণ উপভোগ করছিলেন। রাজগীর-এ পৌঁছে সপ্তপর্ণী গুহার কাছে যে 'বিশ্বশান্তিস্তূপ' আছে সেখানে যাবার জন্য ফেডারেশন-এর সম্পাদকরা সদস্যদের জন্য টিকিট কেটে নিলেন। পুরোনো, জরাজীর্ণ রোপওয়ের চেয়ারগুলো পড়ে আছে অনাদরেই। এখন সুন্দর, কাঁচের ঘরওয়ালা আটজনের বসবার ব্যবস্থাসহ রোপওয়ে পুরোনো-রোপওয়ের আতঙ্কিত স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে। আবার এটাও মনে আসে, ঐ খোলা, একটা রড্ সহ চেয়ার-এ বসেও ভয়ে ভয়ে মানুষ পৌঁছে গিয়েছে বিশ্বশান্তি স্তুপের শান্ত, নির্জন প্রাঙ্গণে। এখন আর সে শান্ত পরিবেশ নেই। নির্জনতাও কখনো সখনো। পরিবর্তনকে মানতেই হবে। এ পরিবর্তন তো উন্নতির। এরপরে দুপুরের খাওয়া। সদস্যদের পছন্দমতো সবরকম ব্যবস্থাই ছিল। সদস্যদের জন্য আরও চমক অপেক্ষা করে ছিল। 'নালন্দা মহাবিহারের' ধ্বংসাবশেষ এবং প্রতিটি দেয়ালগাত্রে জুড়ে থাকা ইতিহাস দেখবার জন্য 'অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' এর সদস্যদের প্রবেশমূল্যই লাগল না। কারণ 'অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক পদক্ষেপকে সম্মাননা জানালেন বিহার সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক। সদস্যদের সঠিকভাবে ইতিহাস জানানোর জন্য একজন 'গাইড'কে নেওয়া হয়েছিল। তার ব্যবস্থাও বিহার সরকার এর সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে করা হয়েছিল। কিন্তু ওনার সারাদিনের পরিশ্রম মূল্য ফেডারেশন থেকে বহন করা হয়েছিল। জানা গেল নালন্দার স্থাপত্য মূলতঃ তিনধরনের— ১। স্তুপ, ২। চৈত্য, ৩। বিহার। স্তুপ যেমন দু'প্রকার চৈত্যও দু'প্রকার। ১। পঞ্চায়তন চৈত্য, ২। ক্রুশের আকৃতি বিশিষ্ট চৈত্য। নালন্দায় বিহারও ছিল তিনটি। ৭, ৮, ৯ নং সাইটের তিনটিই ছিল বিহার। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধযুগে জ্ঞানচর্চার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র ছিল। তৃতীয় শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এর খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। এবং নালন্দায় নিজস্ব এক শিল্পকলার রীতি গড়ে উঠলেও মূলতঃ তিন ধরনের শিল্প নজর কেড়েছে। ১। মথুরা শিল্প শৈলী, ২। সারনাথ শৈলী, ৩। মধ্যভারতীয় শৈলী। আর নালন্দায় উল্লেখযোগ্য শৈলী স্ট্যাকো আর্ট। স্ট্যাকো হলো দেওয়ালের গায়ে প্রলেপ। চুন-বালি, পাথরের গুঁড়ো দিয়ে এই প্রলেপ তৈরি করা হোতো। এই প্রলেপকে কিছুটা শুকিয়ে মন্ড বানিয়ে দেওয়ালের গায়ে মূলতঃ মন্দিরের গায়ে নানান রকম মূর্তি তৈরি করা হোতো। ৩, ১, ১২, ১৩ নং সাইট এ স্ট্যাকো-আর্ট দেখা যায়। এরকম আরও অজস্র কথার সম্ভার গাইডের মুখে। 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'এর সদস্যরা গাইডের মুখে এইসব বর্ণনা শুনে সমৃদ্ধ হলেন নিঃসন্দেহে। এবার নালন্দা ছেড়ে সদস্যরা এগিয়ে চললেন আরও তিন কিলোমিটার ভিতরে জগদীশপুর নামক একটি বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ASI) অধিগ্রহণ করেছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটিতে গিয়ে দেখা গেল, একটি বিশাল কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি। মূর্তিটিকে একটা ছোট মন্দিরের আবরণে রাখা হয়েছে। মহাভারতে কুণ্ডলপুর নামে একটি জায়গার নাম পাওয়া যায় সেখানে বিরাট রাজার রাজ্য ছিল, এবং সেটি এই জগদীশপুর এর কাছে বিহার জেলায়। তাই দীর্ঘদিন ধরে জনমানসে এ ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, এখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রথমা স্ত্রী রুক্মিনীর সঙ্গে বসবাস করতেন। এবং এই স্থানটি রুক্মিনীর মন্দির। গ্রামের মানুষরা আজও ছেলেমেয়েদের বিয়ের পরদিন এই রুক্মিনী স্থানে নিয়ে আসেন আশীর্বাদ পেতে। ওখানে বৌদ্ধস্তুপ, স্মারক ও মূর্তি পাওয়া গেছে ASI এর উৎখননের পর। এবং যে বুদ্ধমূর্তিটি আছে সেটিও পাল যুগের নিদর্শন। নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস হবার সময় দুজন পণ্ডিত পালিয়ে এখানেই আত্মগোপন করেছিলেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ অধিগ্রহণ করলেও কোন বোর্ড এখনো সেভাবে নেই। তবে এখন গ্রামের মানুষের মনে এই ধারণা গড়ে উঠছে এটি একটি বৌদ্ধবিহারের অংশ। এবং তারা বলছেন— 'ভগবান বুদ্ কা মন্দির হ্যায়।' উৎখননের পর গ্রামের স্থানীয় মানুষদের ধারণা পাল্টাচ্ছে। এবং 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর পক্ষ থেকে এই স্থানটির সত্য ইতিহাস যাতে প্রকাশ পায় এবং প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের ব্যবস্থা যাতে হয় তার জন্য সর্বতো প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

"ভাষা শহীদ দিবস" এবং "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" পালন

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ শনিবার সন্ধ্যায় ফেডারেশনের উদ্যোগে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের আন্দোলনকারী ভাষা শহীদের স্মরণ এবং "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" আয়োজিত হয় মধ্যকলকাতাস্থ 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এর শ্রেণীকক্ষে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভার মুখ্যবক্তা ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. অনন্যা বড়ুয়া। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল— 'বংলাভাষার বিকাশে চর্যাপদের ভূমিকা' (The role of the Charyapada' in the origin of the Bengali Language)। ড. বড়ুয়া এই বিষয়ে ব্যক্ত করেন যে— চর্যাপদে বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যিক নিদর্শন, যা মূলত বৌদ্ধ তন্ত্রসাধকদের সাধনার গানরূপে প্রকাশ পায়। বাংলা ভাষার নানাবিধ বিবর্তন এবং সমৃদ্ধি লাভের ক্ষেত্রে চর্যাপদের অবদান অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক (ড.) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর রচিত গ্রন্থ 'The Origin and Development of the Bengali Language'-এর উল্লেখ করে চর্যাপদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাগুলি তুলে ধরেন। আলোচনাটি উপস্থিত সুধীবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ফেডারেশনের সদস্যরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এই পর্বে স্থানীয় শিশুশিল্পীরা নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংস্থার সহ-সম্পাদক শ্রীমতী সংগীতা বড়ুয়া।

বুদ্ধপূর্ণিমা: করুণা, জ্ঞান আর শান্তির উৎসব

প্রফেসর (ড.) উজ্জ্বল কুমার

বৌদ্ধবিদ্যা অধ্যয়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে পূর্ণিমা নিছক কালচক্র গণনার ক্রম মাত্র নয় বরঞ্চ, আত্মচিন্তন, সাধনা ও চিত্ত-বিশুদ্ধির মত বিশিষ্ট ক্ষণ বা মুহূর্তস্বরূপ। মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্র পূর্ণিমার ক্রমানুসারে বৈশাখী পূর্ণিমার (পালি: বেসাখ পুন্নিম) আগমন হয় যা সূর্যের উত্তরায়ণে গমনের পর চতুর্থ পূর্ণিমা রূপে খ্যাত। এই বিশেষ দিনটি সাধকের জন্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নির্দিষ্ট নয় ব্যক্তিবিশেষের আন্তরিক জাগরণ আর উৎকর্ষ অর্জনের প্রতীক স্বরূপ হয়ে ওঠে। এই হল সেই পুণ্য তিথি যে বিশেষ তিথিতে গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা- জন্ম, বোধি প্রাপ্তি ও মহাপরিনির্বাণ সংঘটিত হয়েছিল। এই ঘটনাত্রয় স্মরণ করেই এই পূর্ণিমা সমগ্র বিশ্বে বুদ্ধ পূর্ণিমা রূপে পালন করা হয়। বৌদ্ধ পরম্পরায় এই তিথি এক বিশেষ উপোসথ দিবস রূপে প্রতিষ্ঠিত-যাকে বেসাখ উপোসথ অথবা বুদ্ধদিবস বলা হয়। এই বিশেষ পার্বণে চন্দ্রমার পরিপূর্ণতার মতোই সাধক চিত্তও আত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়ার অবসর লাভ করে।

এই 'সংকল্প' এক এমন 'সংকল্প' যা সাধক চিত্তকে আত্মউন্মোচনসহ সনাতন মার্গে অগ্রসর করে। বুদ্ধপূর্ণিমা সেই পুণ্য অবসর যা শুধুমাত্র ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণের মধ্যে সীমায়িত নয় বরঞ্চ সেই বোধির স্মৃতিকে উজাগর করে তোলার একটি অনুষ্ঠান যার মধ্যে সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ ও নির্বাণের মার্গ নিহিত আছে। বৌদ্ধ কালগণনা অনুসারে বৈশাখী পূর্ণিমা আবার বৌদ্ধ নববর্ষের সূচনা রূপে স্বীকৃত।

বুদ্ধ এবং পূর্ণিমা, অর্থ ও তার প্রতীকী একাত্মতা

'বুদ্ধ' শব্দ সংস্কৃত ও পালিতে বুধ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ হল 'জাগরণ' 'জ্ঞান অর্জন' বা 'বোধিপ্রাপ্তি'। এইভাবে 'বুদ্ধ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল- যে ব্যক্তি অজ্ঞানরূপী নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েছেন বা যিনি সংসার সম্পর্কে যথাযথ বা সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। বৌদ্ধ পরম্পরায় বুদ্ধ তিনি, যিনি স্বীয় পুরুষার্থ ও ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে সম্যক সম্বোধি (পূর্ণ জ্ঞান) প্রাপ্ত এবং লোক কল্যাণ ভাবনার দ্বারা অপরকেও মুক্তি মার্গ প্রদর্শনে সক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ যেদিন চন্দ্রমা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় সেই দিনটি পূর্ণিমা রূপে স্বীকৃত যার সাধারণ অর্থ হল 'পূর্ণ চন্দ্রের দিন'। পূর্ণিমা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ ও লোকসমাজে তথা জগতে যা 'পূর্ণিমা' নামে বিখ্যাত। এইভাবে বুদ্ধপূর্ণিমা শুধুমাত্র পুণ্য তিথি নয়, এই তিথি সুগভীর আধ্যাত্মিকতার প্রতীক স্বরূপ। এই দিন বাহ্যতঃ চন্দ্রমা যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সেইরকম মানুষের অন্তর্জগৎ বোধির আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে।

এই দিন স্মরণ করা হয় যে বুদ্ধত্ব কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, ব্যাক্তি চেতনার অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরসনের দ্বারা জ্ঞান, করুনা ও সমত্বের স্ফুরণ ও বিকরণের হেতু। যেভাবে চন্দ্রমা তার পূর্ণরূপে সমস্ত আকাশকে আলোকিত করে সেভাবে আমরাও সাধনা সংকল্প আর আত্ম অন্বেষণের মাধ্যমে নিজেদের জীবনে পূর্ণতা, প্রশান্তি আর ঈপ্সিত প্রজ্ঞার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য বলপ্রাপ্ত হই।

বুদ্ধের জীবনীঃ এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গৌতম বুদ্ধের জন্ম ৫৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লুম্বিনীতে (বর্তমান নেপাল) হয়েছিল। তাঁর মূল নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম। তিনি শাক্য বংশের রাজা শুদ্ধোদন ও রানী মহামায়া দেবীর পুত্র। আশৈশব সিদ্ধার্থের প্রকৃতি ছিল গম্ভীর, বিচারশীল এবং বৈরাগ্যপ্রবণ। একদিন নগর ভ্রমণকালে সিদ্ধার্থ যথাক্রমে এক বৃদ্ধ, এক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, একটি মৃতদেহ এবং এক সন্ন্যাসীর দর্শন পান। এই চারটি দৃশ্য (চতুর্নিমিত্ত) তাঁর অন্তঃকরণে গভীর প্রভাব রেখে যায়। সংসারের অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়। পরিনামস্বরূপ ২৯ বছর বয়সে সাংসারিক জীবন ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে গৃহ ত্যাগ করেন। এই মহান ঘটনা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে মহাভিনিষ্ক্রমণ (পালি মহাভিনিব্বমন) রূপে সমাদৃত।

অতঃপর সিদ্ধার্থ ছ'বছরব্যাপী কঠোর তপশ্চর্যা ও ধ্যান সাধনা করেন। কিন্তু অনুভব করেন যে এইরকম কঠোর সংযম ও কঠোর তপশ্চর্যা মুক্তি মার্গের পথে অন্তরায়। তখন বুদ্ধগয়ায় (বর্তমান বিহার রাজ্যে) অশ্বত্থ বৃক্ষের (মতান্তরে বটবৃক্ষ) নিচে ধ্যান নিমগ্ন হন এবং ৩৫ বৎসর বয়সে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ রূপে স্বীকৃত হন। বোধিজ্ঞান প্রাপ্তির পর সারনাথে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশে) পূর্বতন পাঁচজন সহচর যাঁরা পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু রূপে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ হন তাঁদের কাছে প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশবাণী ধর্মচক্রপ্রবর্তন (পালি: ধম্মচক্কপ্পবত্তন) রূপে খ্যাত যার মাধ্যমে চতুরার্যসত্য ও আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিক্ষার আধার 'ধম্ম' (সং ধর্ম) রূপে স্বীকৃত। ভগবান বুদ্ধ আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ বর্ষব্যাপী ভারত ভূমির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে স্বীয় ধর্ম প্রচার করেন। আশি বছর বয়সে কুশীনগরে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশে) অন্তিম উপদেশ প্রদান করার পরে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা সমূহ: চতুরার্যসত্য এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

ভগবান বুদ্ধ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা শুধুমাত্র তাঁর আত্মকল্যাণের মধ্যে সীমিত ছিল না; সর্বজীবের কল্যাণার্থে বা লোককল্যাণের জন্য নিবেদিত ছিল। ভগবান বুদ্ধ স্বীয় অনুভূত জ্ঞানের ভিত্তিতে যে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে চতুরার্যসত্য ও আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত চতুরার্যসত্যের মধ্যে প্রথমটি হল দুঃখ। দুঃখ কী? জন্ম জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয়বিয়োগ এবং অপ্রিয়সংযোগ-সংক্ষেপে আমাদের যে অস্তিত্ব তাই দুঃখদায়ক। এই দুঃখের কারণ হলো দ্বিতীয় আর্যসত্য যা হলো তৃষ্ণা যা নিরন্তর কাম-প্রবৃত্তি ও বৈষয়িক আসক্তির সমন্বয়। তৃতীয়টি হল এই তৃষ্ণা থেকে মুক্তির উপায় - যা নির্বাণ রূপে অভিব্যক্ত। চতুর্থসত্য হলো এই মুক্তি অর্জনের জন্য যে ব্যাবহারিক মার্গ তার অনুসরণ ও অনুশীলন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ রূপে প্রসিদ্ধ। আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ গঠিত হয়েছে অষ্ট অঙ্গের সমবায়ে- সৎ দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ আজীব, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ স্মৃতি, সৎ সমাধি। এই শিক্ষার সারমর্ম হল জীবনে কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত না হয়ে বা সাধ্যাতিরিক্ত কিছু সাধনেও প্রণোদিত না হয়ে মধ্যম মার্গ অনুসরণ করবেন। সংযম, অপ্রমাদ, করুণা ও আত্মিক প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই মার্গ অনুসরণ ব্যক্তিবিশেষকে দুঃখের নিবৃত্তি ও চিত্তবিশুদ্ধির পথে নিয়ে যায়। এই মার্গ ইন্দ্রিয়সুখে লিপ্ত হতে শেখায় না বা কঠোর তপশ্চর্যার শিক্ষা দেয় না বরঞ্চ জীবনে সংযম, যা জাগ্রত ও মৈত্রী ভাবাপন্ন হওয়ার সমন্বয়ে সাধনার এক ব্যাবহারিক শিক্ষা দেয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মহত্ত্ব

বুদ্ধপূর্ণিমা শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণ মাত্র নয়, এই উৎসব মানবিক চেতনা, করুণা ও আত্মবোধের এক দিব্য উৎসব। থেরবাদ বৌদ্ধ পরম্পরা অনুসারে বুদ্ধগণের জীবনের তিনটি মুখ্য ঘটনা জন্মগ্রহণ, বোধিপ্রাপ্তি ও মহাপরিনির্বাণ এই বৈশাখী পূর্ণিমাতেই সংঘটিত হয়, তাই এই তিথি শুধুমাত্র ত্রিবিধ পুণ্য স্মৃতির প্রতীক নয়, নতুন ধর্মে সংকল্প করে আত্মশুদ্ধি আর সাধনা পুনরারম্ভের সূচক। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বুদ্ধপূর্ণিমা এক দিব্য মুহূর্তের সাক্ষী যে মুহূর্তে বোধিসত্ত্বের বুদ্ধ হয়ে ওঠার যাত্রা পরিপূর্ণ হয়। এই সেই বিশেষ ক্ষণ যে ক্ষণে অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আত্মবোধের উন্মোচন সম্ভব হয়। বৌদ্ধ পরম্পরা অনুসারে, বুদ্ধের বোধি দ্বারা নিছক ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, সমগ্র প্রাণীকুলের দুঃখ নিবৃত্তির মার্গদর্শনও প্রাপ্তি হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধ তাঁর উপদেশের দ্বারা যথাযথ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, চার ব্রহ্মবিহারভাবনা, যথা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রভৃতিকে নিয়ে মানব জীবনের ভিত্তি প্রস্তর প্রস্তুত করেছেন। এই বিশেষ দিনে বুদ্ধের এইসব গুণাবলী ও শিক্ষাসমূহ স্মরণের অবকাশে

সাধক আত্মনিরীক্ষণ ধ্যান, উপবাস ও পুণ্যকর্ম প্রয়াসের অভ্যাস করেন। এমনকি এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে যেমন চন্দ্রমা নিজে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে রাত্রিকে প্রকাশ করে, অনুরূপভাবে মানুষ তার সাধনা, সংযম ও সংকল্পের দ্বারা নিজের জীবনকে পূর্ণ সার্থক করে তুলতে পারে। এই দিন আত্মজাগরণের আহ্বান স্বরূপ - অন্তরের অন্ধকারকে দূর করার দিন, তৃষ্ণা ও মোহ থেকে মুক্তির দিন, শান্তি ও স্থিতির তুলনাত্মক বিচার সহ অগ্রসর হওয়ার দিন। ধ্যান, প্রার্থনা মৌনব্রত ও সেবা- এই সব পালনের মাধ্যমে এই দিন সাধকের চিত্তশুদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করার দিন। সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে ও বিশ্বের বহু দেশে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনটি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভব্যতার সঙ্গে পালন করা হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৯৯ সালে ১৩ ই ডিসেম্বর মহাসভার ৫৪ তম সনদে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে আনুষ্ঠানিকরূপে 'আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বেসাখ দিবস' রূপে মান্যতা প্রদান করেছে। এই মান্যতা প্রদান থেকে সুদৃঢ় রূপে প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ আজও বৈশ্বিক শান্তি, মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যখন আধুনিক সমাজ হিংসা, দ্বেষ ভোগবাদ ও মানবিক অস্থিরতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে তখন ভগবান বুদ্ধের বাণী—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তী এস'ধম্মো সনন্তনো।।

ধম্মপদ, গাথা- ৫, (যমকবগ্গ)

বৈরিতার দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় না, অবৈরিতার (অর্থাৎ অহিংসা ও ক্ষমা) দ্বারাই বৈরিতার উপশম হয়, এ হল আবহমানকালের ধর্ম যা এক আলোকবর্তিকার মত সম্পূর্ণ মানব সমাজকে সত্য, সংবেদনা আর সংযমের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা দান করে।

উপসংহার

ভারতীয় জীবনে পর্ব ও উৎসবের স্থান অতি বিশিষ্ট যা কেবল ধার্মিক ভাবনাপ্রসূত নয়; সামাজিক চেতনা, নৈতিক শিক্ষা আর আধ্যাত্মিক সচেতনতা এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই সন্দর্ভে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে শুধুমাত্র অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি রূপে নয়, বর্তমান জীবনের নৈতিকতা করুণা আর সচেতনতাকে পুনর্জাগ্রত করার দিব্য বার্তা রূপে দেখা উচিত। যেদিন এই ঘটনা অন্তরে হিল্লোল তুলবে, জীবনের ক্ষনভঙ্গুরতা উপলব্ধ হবে, আর আত্মিক পূর্ণতা অর্জনের দিশায় অগ্রসর হওয়ার আশ্বাস প্রদান করবে, সেদিন এই উৎসব পালন সার্থক হবে।

গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং কখনো এরকম দাবি করেননি যে তিনি একমাত্র বুদ্ধ। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন পূর্বাপর বহু বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। এই 'বুদ্ধ' শব্দটি নিছক এক পুরুষ বা ব্যক্তিত্ব কে নির্দেশ করে না, বরং, এটি হল বোধিপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিবর্গের সার্বভৌমিক উপাধি, যা যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বুদ্ধ যে ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন তা শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষ, জাতিবর্গ বা সময়ের মধ্যে সীমায়িত বা একটি নির্দিষ্ট জীবনচক্রের মধ্যে আবদ্ধ নয়- এই ধর্ম আবহমানকালের ধর্ম- 'এস ধম্ম সনন্তনো' বুদ্ধপূর্ণিমা যেন এই সনাতন ধর্মের পরিপুষ্টির দ্যোতক যা করুণা, সত্য, অহিংসা ও আত্মজ্ঞানের আধারস্বরূপ বিদ্যমান।

এই পর্বোৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে বুদ্ধত্বলাভের সম্ভাবনা সুপ্তভাবে আছে যা ধ্যান, মৈত্রী, সংযম আর ধার্মিক আচরণের দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে সক্ষম।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

অনুলিখন: **অধ্যাপিকা ঐশ্বর্য বিশ্বাস**
বিভাগীয় প্রধান, বৌদ্ধবিদ্যা অধ্যয়ন বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

বিশিষ্ট বৌদ্ধ পন্ডিত অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠকের প্রয়াণে—বৌদ্ধ বিদ্যা চর্চার আঙ্গিনা হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন

ভারত-তিব্বতী বিদ্যা চর্চা'র বিদগ্ধ পন্ডিত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠক মহাশয় বিগত ৪-ঠা ডিসেম্বর ২০২৪ রাতে বার্ধক্যজনিত কারণে একশত এক বৎসর বয়সে তাঁর শান্তিনিকেতনের গৃহে লোকান্তরিত হয়েছেন।

অধ্যাপক পাঠক ১৯২৪ সালে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি সংস্কৃত কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে সংস্কৃত এবং পালি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করবার পরে ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Sino-Tibetan Research Fellow হিসাবে গবেষণা কার্য শুরু করেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং Prof. Nicholas Roerich তাঁর গবেষণা কার্য পরিচালনা করেছিলেন। এই সময়ে হিমালয় পর্বতমালার ভারত-তিব্বত সীমানার বিভিন্ন অংশে (কালিম্পং, স্পিতি, লাহুল ইত্যাদি) দীর্ঘদিন অতিবাহন করাকালীন তিনি তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিব্বতী ভাষা এবং সমাজ সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং গবেষণালব্ধ আবিষ্কার তাঁকে শাশ্বত সমাজে পন্ডিত হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৫৩ সালে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে Indo-Tibetan Studies (ভারত-তিব্বতী বিদ্যা চর্চা) বিভাগে সহকারী অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। তিব্বতী ও সংস্কৃতি ভাষা বিশারদ হওয়ায় ভারত সরকার তাঁকে বিভিন্ন সময়ে সামরিক বিভাগে এবং পররাষ্ট্র বিভাগে আমন্ত্রণ মূলক কার্যক্রমে যুক্ত করে। ১৯৭২-১৯৮৬ সাল যাবত অধ্যাপক পাঠক বিশ্বভারতী'র ডীন এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ তন্ত্র, তিব্বতী, পালি, মঙ্গোলীয় ও সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যে অসামান্য পারদর্শিতার জন্য তিনি দেশে-বিদেশে একজন খ্যাতনামা শিক্ষক রূপে পরিচিত হন। পালি ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য ২০০৭ সালে ভারতের সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি তাঁকে পুরস্কৃত করেন। এব্যতীত এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং অন্যান্য সংস্থা তাঁকে বিভিন্ন সময়ে সম্বর্ধিত করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ বিদ্যা অধ্যয়ন চর্চা বিভাগের (Department of Buddhist Studies) সৃষ্টি লগ্ন (২০০৭ সাল) থেকে তিনি এই বিভাগের পঠন-পাঠন কার্যক্রমের

পরের পাতায় দেখুন

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালি বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণে, অধ্যাপক 'সুনীতিকুমার পাঠক' মহাশয় ছিলেন এক আজীবন 'শিক্ষার্থী'। তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয় ছিল 'আদি ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ এবং বৌদ্ধ তন্ত্র'এর প্রায়োগিক গভীরতা।

২০০৯ সালে পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির স্মারক বক্তৃতার সূচনা কালে অধ্যাপক পাঠক ছিলেন প্রথম বক্তা। 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম' পুস্তিকায় তাঁর লেখনী শাশ্বত সমাজে উচ্চ প্রশংসিত হয়। তিনি ছিলেন মধ্য কলকাতার পটারি রোডস্থ সকল সংগঠনের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক মহাশয়ের প্রয়াণে আমরা বেদনাহত। সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে এই শতবর্ষী বৌদ্ধ পন্ডিত কে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে শান্তিনিকেতনে ওঁনার বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সম্পাদকদ্বয় শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া ও শ্রী নবারুণ বড়ুয়া।

সংবাদ একনজরে

● বিশিষ্ট সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব 'সংঘনায়ক' শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র মহাস্থবিরের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিগত ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এন্টালী অঞ্চলে অবস্থিত এক সান্ধ্যকালীন অবৈতনিক স্কুলের ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। এই কার্যে বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের আবাসিক ভিক্ষু শ্রীমৎ প্রজ্ঞারক্ষিত ভিক্ষু বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। উক্ত দিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রের দায়ক-দায়িকাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু মহোদয় নিজ হস্তে শিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন এবং তাদের লেখা পড়ায় এগিয়ে যাবার জন্য আশীর্বাদ প্রদান করেন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংযুক্ত হওয়ার কয়েকটি মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447 / 8013324845
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

ঃ স্থান ঃ

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
দূরভাষ ঃ ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

● ডুয়ার্স বৌদ্ধ মৈত্রী সংঘের দীর্ঘ ৪৫ বৎসরের বিহারাধ্যক্ষ তথা উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের অগ্রগণ্য সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব শ্রীমৎ জিনসেন মহাস্থবির বিগত ৬ই নভেম্বর ২০২৪ স্বল্পকালীন রোগভোগের পর স্বগ্রাম বাংলাদেশের কুর্মিলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের পুনজাগরণে প্রাণপুরুষ তথা মাল সঙ্ঘাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা উপ-সংঘরাজ শ্রীমৎ অতুলসেন মহাস্থবিরের শিষ্য।

প্রয়াত মহাস্থবির মহোদয়ের প্রতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

● রিষড়াস্থ "জেতবন বুদ্ধ বিহার"-এর প্রথম বিহারাধ্যক্ষ এবং শিলিগুড়িতে অবস্থানরত শ্রীমৎ বিনয়পাল মহাস্থবির বিগত ৯ই নভেম্বর ২০২৪ মধ্যরাতে লোকান্তরিত হন। তিনি ছিলেন পরমপূজ্য সংঘরাজ ড. রাষ্ট্রপাল মহাস্থবিরের প্রথম শিষ্য। তাঁর প্রয়াণে উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ সমাজ একজন উচ্চশিক্ষিত, প্রাজ্ঞ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হারালো। এই শূন্যতা সহজে পূরণীয় নয়।

প্রয়াত মহাস্থবিরের প্রতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তাঁর নির্বাণ শান্তি প্রার্থনা করছি।

● ফেডারেশনের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী তথা বুদ্ধচর্চায় নিবেদিত প্রাণ প্রাক্তন 'ইন্সপেক্টর জেনারেল, পশ্চিমবঙ্গ, মাননীয় শ্রী পঙ্কজ দত্ত, আই.পি.এস. মহাশয় বিগত ৩০-শে নভেম্বর ২০২৪ বারানসীর এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে একমাস যাবৎ চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। প্রয়ান কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর।

একজন সৎ, বলিষ্ঠ, নির্ভীক, নিষ্ঠাবান, স্পষ্টবাদী ব্যক্তি রূপে তিনি ছিলেন সুবিদিত। তাঁর মতন একজন সমাজ দরদী মানুষের অনুপস্থিতি বঙ্গীয় সুধী সমাজকে রিক্ত করল।

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই মেধাবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

● আমাদের পরমহিতৈষী তথা 'বিদর্শন' শিক্ষা কেন্দ্র'এর অন্যতম ভূমিদাতা প্রয়াত শ্রীতিময়ী বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র মাননীয় প্রণব বড়ুয়া মহাশয় বিগত ২৩শে নভেম্বর ২০২৪ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে লোকান্তরিত হয়। প্রয়ানকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। তিনি ছিলেন একজন বিদর্শন সাধক এবং বুদ্ধের শিক্ষার প্রচার প্রসারে একজন সক্রিয় ব্যক্তিত্ব।

তাঁর প্রয়াণে আমরা একজন প্রকৃত সমাজ দরদীকে হারালাম। প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি ফেডারেশনের সদস্যগণ শ্রদ্ধার ডালি নিবেদন করছে।

● আমাদের সংগঠনের শুভানুধ্যায়ী ইছাপুর নিবাসী শ্রীমতী লীলা বড়ুয়া মহাশয়া বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে পরলোকগমন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ফেডারেশনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অ্যাডভোকেট শ্রী অরুণ বড়ুয়ার মাতৃদেবী।

তথাগতের কাছে প্রয়াত লীলা বড়ুয়ার নির্বান শান্তি প্রার্থনা করছি।

ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়ের স্মৃতিতে
'ফেডারেশন বার্তা'র
এই সংখ্যার মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করেছেন—
সদস্যবৃন্দ
'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'

শুভেচ্ছা দান ঃ ১০ টাকা

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।